'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রথম খণ্ডে প্রথমেই পঞ্চদেবতা ও লক্ষী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণার বন্দনা। গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা, সতীর দক্ষালয়ে গমনে উদ্যোগ, সতীর দক্ষালয় গমন, শিবানন্দয়ে সতীর দেহত্যাগ, শিবের দক্ষালয় যাত্রা, দক্ষযজ্ঞনাশ, প্রসূতির স্তবে দক্ষের পুনর্জীবন লাভ, একান্নপীঠের বর্ণনা, শিব বিবাহের মন্ত্রণা, নারদ কর্তৃক শিবের বিবাহসম্বন্ধ, শিবের ধ্যানভঙ্গ ও মদনভস্ম, রতিবিলাপ রতির প্রতি দৈববাণী, শিবের হিমালয় যাত্রা, শিবের বিবাহ ইত্যাদি। এই অংশেই আছে কুবেরের পুত্র বসুন্ধরের প্রতি অন্নদার শাপ, বসুন্ধরের বিনয়, অন্নদার শাপে বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, হরিহোড়ের প্রতি অন্নদার দয়া, হরিহোড়ের প্রতি বরদান, বসুন্ধরের জন্ম, কুবেরের অন্যতম পুত্র নলকুবেরের প্রতি অন্নদার শাপ, মর্ত্যলোকে নলকুবেরের ভবানন্দ মজুমদার রূপে জন্ম। অন্নদার ভবানন্দভবন যাত্রা ইত্যাদি।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী পৌরাণিক অংশ ও অন্নদামঙ্গলের পৌরাণিক অংশের কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উভয় কাহিনীর লৌকিক অংশে পার্থক্য আছে, অন্নদামঙ্গলের লৌকিক অংশ কাব্যের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অপ্রধান অংশমাত্র। এতে হরিহোড়ের প্রতি চণ্ডীর অহৈতুকী দয়া, তাঁকে বরদান ও পরে তাঁকে অন্যায় ভাবে পরিত্যাগ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুর্বপুরুষ ভবানন্দের ভবনে যাত্রা ইত্যাদি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই লৌকিক কাহিনীটুকুর মধ্যে কাহিনী অথবা চরিত্র কোনোটিই সুপরিস্ফুট হয়নি।

পৌরাণিক অংশে কবি সংস্কৃত কাশীখণ্ড ও অন্যান্য শিবপুরাণ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। ব্যাসপ্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে নেই। বুদ্ধিহত বৃদ্ধ ব্যাসদেব অন্নপূর্ণার কাশীর মহিমা ক্ষুণ্ণ করে নতুন কাশী নির্মাণ করতে গিয়ে কি রকম নাকাল হয়েছিলেন কবি তারই বর্ণনা ব্যাপ্রসঙ্গে দিয়েছেন।

ভারতচন্দ্র নানা শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজের সম্পর্কে নিজেই বলেছেন—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।

ভারতচন্দ্র তার এই বহুমুখী জ্ঞান অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার নিয়োচিত করেছিলেন। তবুও এই কাব্য রচনায় তিনি কয়েকটি সংস্কৃত পুরাণের ঋণ বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। প্রথমত তিনি একান্নপীঠ বর্ণনায় 'মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রে'র সাহায্য গ্রহণ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন,—

একমত না হয়ে পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্র মত।

ব্যাসের শিবানন্দার কাহিনী কবি গ্রহণ করেছেন স্কন্দপুরানের কাশীখণ্ড থেকে।

অন্নদামঙ্গলের চরিত্রগুলির মধ্যে স্বল্প পরিসর জুড়ে থাকলেও সবচেয়ে বিশিষ্টতার দাবি রাখে ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্র। সাধারণ নিম্নবিত্ত বাঙালির প্রতিভূ হয়েই সে এই কাহিনীতে উপস্থিত হয়েছে। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সহজ সংক্ষিপ্ত কথায় গভীরতম ভাবদ্যোতক প্রবচন ব্যবহার করেছেন। এখানে প্রথম খণ্ডের কিছু কিছু প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে,—

১। নগর পুড়িয়ে দেবালয় কি এড়ায়ে?

২। বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.